ফয়যানে মদীনা

আগস্ট ২০২৫

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

ঈদে মিলাদুন্নবী মুবারক হোক

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

- মুস্তফা এর শান ও বৈশিষ্ট্যের কুরআনী আলোচনা (পর্ব: ০১)
- জান্নাতে রাসূলুল্লাহর সাহচর্য
- শুধু সেনাবাহিনীর উপর বৃষ্টি
- রাসূলে পাক কে খুশি করার আমল
- মিলাদুন্নবী এর খুশি উদযাপন করা
- মেয়েদের সুন্নাতে মুস্তফা এর প্রশিক্ষণ দিন

ফয়যানে মদীনা

আগষ্ট ২০২৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা
দেখতে থাকুন

মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও বৈশিষ্ট্যের কুরআনী আলোচনা (পর্ব: ০১)

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত, সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে মহান মনীষী হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা। তিনি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের সরদার, সারা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা।

কুরআনে করীম, যা আল্লাহর কালাম এবং প্রতিটি যুগের জন্য পথনির্দেশনার উৎস, এতে অগণিত স্থানে তাঁর পবিত্র শান বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক নিজে আপন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচিতি এই শব্দগুলোর মাধ্যমে করেছেন যে, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, সিরাজুম মুনীর এবং মানবতার জন্য উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ কেন্দ্র।

এই প্রবন্ধে কুরআনে করীমের আয়াতে মুবারাকার আলোকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন গুণাবলী ও মর্যাদাসমূহকে একত্রিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসা, মহত্ব এবং আদব আরও দৃঢ় করা।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা বিশ্ব জগতের জন্য পথপ্রদর্শক

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ পাক তাঁকে সমস্ত মানবতার জন্য আপন রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর শেষ এবং সবচেয়ে প্রিয় পায়গম্বর, যাঁর রিসালাতের উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ফরয

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেই নির্দেশ তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিবেন তা কবুল করা এবং যা থেকে বারণ করবেন তা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের। (পারাঃ ৫, সূরাঃ নিসাঃ ৫৯)

وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ

وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো।

(পারাঃ ২৮, সূরা হাশরঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য হলো আল্লাহর আনুগত্য

আল্লাহ পাক রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণই আল্লাহর বন্দেগীর আমলী নিদর্শন।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং হে মাহবুব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রিসালাত সহকারে, যা সমস্ত জাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয় এবং সতর্ককারী। (পারাঃ ২২, সূরাঃ সাবাঃ ২৮)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'হে মানবকুল! আমি তোমাদের সবার প্রতি ঐ আল্লাহরই রাসূল হই। (পারাঃ ৯, সূরাঃ আ'রাফঃ ১৫৮)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আল্লাহ দরূদ প্রেরণ করেন

আল্লাহ পাক স্বয়ং আপন নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন এবং ফেরেশতারাও। তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করা আল্লাহর সুন্নাত এবং তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা (নবী)-এর প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

(পারাঃ ২২, সূরাঃ আহযাবঃ ৫৬)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।

(পারাঃ ৩০, সূরাঃ আলাম নাশরাহঃ ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে। (পারা: ৫, সূরা: নিসা: ৮০)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ করেছে। (পারা: ২২, সূরা: আহযাব: ৭১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত

আল্লাহ পাক তাঁকে সমস্ত জাহানের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর রহমত মানুষ, জ্বীন, পশু এবং বিশ্ব-জগতের প্রতিটি সৃষ্টির জন্য।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য। (পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া: ১০৭)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী ও রাসূল

তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতামুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা তাঁর উপর সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর পরে কোনো নতুন নবী আসবে না।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন; হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব: ৪০)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর আমানত কুরআনের আমীন

আল্লাহ পাক কুরআনে করীম তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন এবং একে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার যিম্মাদারী সমর্পন করেছেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আমানত যথাযথভাবে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন:

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতীর্ণ। সেটাকে 'রুহুল আমীন' নিয়ে অবতরণ করেছেন - আপনার হৃদয়ের উপর, যাতে আপনি সতর্ক করেন। (পারা: ১৯, সূরা: আশ-শুয়ারা: ১৯২-১৯৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানবতার জন্য পরিপূর্ণ আমলী নমুনা

তাঁর পবিত্র জীবন মুসলমানদের জন্য আমলের পূর্ণাঙ্গ নমুনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ-ই সফলতার জামানত।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণই উত্তম।

(পারা:২২, সূরা: আহযাব: ২১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চরিত্রের সবচেয়ে উচ্চ কেন্দ্র

আল্লাহ পাক তাঁর চরিত্রকে মহান সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মহান চরিত্রই কিয়ামত পর্যন্ত চরিত্রের মাপকাঠি।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দায়ী ইলাল্লাহ এবং সিরাজুম মুনীর

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ, যিনি অন্ধকারের মাঝে পথ দেখান এবং তিনি সমস্ত মানবতার জন্য হেদায়তের আলোকরশ্মি।

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।

(পারাঃ ২২, সূরাঃ আহযাবঃ ৪৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুমিনদের উপর মেহেরবান এবং আমাদের কল্যাণের জন্য অতিশয় আগ্রহী

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান এবং দয়ালু। মুমিনদের কষ্ট তাঁর নিকট কষ্টদায়ক এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কল্যাণের জন্য অতিশয় আগ্রহী।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে ঐ রাসূল যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু। (পারাঃ ১১, সূরাঃ তাওবাঃ ১২৮)

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং নিশ্চয়ই আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

(পারাঃ ২৯, সূরাঃ ক্বলমঃ ৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর বিশেষ বান্দা

মেরাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁকে "আবদ" বলে স্মরণ করেছেন, যা আল্লাহর নিকট তাঁর উচ্চ এবং বিশেষ মর্যাদার দিকে ইশারা করে।

سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত। (পারাঃ১৫, সূরাঃ বনী ইসরাঈলঃ ১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বশীর ও নযীর

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেক আমলকারীদের জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন এবং অবাধ্যদের আযাবের ভয় দেখান।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۴۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' 'পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাযির) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে।

(পারাঃ ২২, সূরাঃ আহযাবঃ ৪৫)

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ
وَ عَشِیْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَیْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِیْ سَبِیْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى یَاْتِیَ اللّٰهُ
بِاَمْرِهٖؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ۠ (۲۴)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য, যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান- এসব বস্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আনা পর্যন্ত। এবং আল্লাহ ফাসিক্বদের সৎপথ প্রদান করেন না।

(পারাঃ ১০, সূরাঃ তাওবাঃ ২৪)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ আল্লাহর ভালবাসার মাধ্যম

যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে চায় তার উচিত নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করা।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে মাহ্বুব! আপনি বলে দিন, 'হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

(পারাঃ ৩, সূরাঃ আলে ইমরানঃ ৩১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ অপছন্দ করেন

যারা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ পাক তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেছেন।

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ
فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তার রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত- দুনিয়া ও আখিরাতে।

(পারাঃ ২২, সূরাঃ আহযাবঃ ৫৭)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুমিনদের প্রাণের চাইতেও নিকটবর্তী

আল্লাহ পাক তাঁকে মুমিনদের জন্য তাদের প্রাণের চাইতেও বেশি নিকটবর্তী এবং প্রিয় করেছেন।

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এই নবী মুসলমানদের, তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক। **(পারাঃ ২২, সূরাঃ আহযাবঃ ৬)**

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ঈমানের অংশ

আল্লাহ এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার চাইতে অন্য যেকোনো কিছুকে বেশি প্রিয় রাখা ঈমানের পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতদের জন্য সাক্ষী

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে তাঁর উম্মতকেও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতে অন্য উম্মতদের উপর সাক্ষী দিবেন এবং তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের উপর সাক্ষী ও নিগরান হবেন।

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং কথা হলো এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও আর এ রাসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী। (পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারাঃ ১৪৩)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইব্রাহীমী দোয়ার ফল

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام খানায়ে ক্বাবা নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ এই সম্প্রদায়ের মাঝে একজন নবী প্রেরণ করো। এই দোয়ার কবুলিয়ত হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে হয়েছে।

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে প্রতিপালক আমাদের! এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন।

(পারাঃ ১, সূরাঃ বাকারাঃ ১২৯)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈসার সুসংবাদ

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আপন সম্প্রদায়কে রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের সুসংবাদ আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং স্মরণ করুন! যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বললো, ‘হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহরই রাসূল; আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরীতের সত্যায়নকারী এবং এ (সম্মানিত) রাসূলের সুসংবাদদাতা হয়ে, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তার নাম ‘আহমদ।’ (পারাঃ ২৮, সূরাঃ আস সফ্‌ফঃ ৬)

জান্নাতে রাসূলুল্লাহর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহচর্য

মাওলানা ইজায নাওয়ায আত্তারী মাদানী

عَنْ اَبِيْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ اَلْاَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلْنِيْ، فَقُلْتُ: اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ: فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ۔ (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০০, হাদীস: ১০৯৪)

অনুবাদ: হযরত আবু ফিরাস রবীয়া বিন কাব আসলামী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাদেম এবং আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন: আমি রাতে হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির থাকতাম এবং তাঁর অযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানি নিয়ে আসতাম। একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (এর দয়া ও বদান্যতার সমুদ্র উত্তাল হলো এবং তিনি) আমাকে ইরশাদ করলেন: (হে রবীয়া!) চাও, তুমি কী চাও? আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি ইরশাদ করলেন: এছাড়া অন্য কিছু? আমি আরয করলাম: ব্যাস এটাই। তখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তবে অধিক সিজদার মাধ্যমে তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।

সায়্যিদুনা রবীয়া বিন কাব এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

তাঁর কুন্নিয়াত হলো আবু ফিরাস, আসলামী ছিলেন, আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী। হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সফর ও আবাসের বিশেষ খাদেম। ৬৩ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৩)

রাসূলুল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কারণ:

উল্লিখিত হাদীসে পাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত রবীয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে

ইরশাদ করেছেন: চাও! কী চাওয়ার আছে? ব্যাখ্যাকারগণ এর কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমনটি

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইরশাদ করেন: হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা রবীয়া رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে ইরশাদ করেছেন: চাও! কী চাওয়ার আছে? অর্থাৎ আমার নিকট তোমার চাহিদা বর্ণনা করো।

আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অর্থাৎ তুমি যে আমার খেদমত করেছ, সেই খেদমতের বিনিময়ে আমি তোমাকে উপহার দিবো। কারণ দানশীলদের শান এমনই হয়; যে তাঁদের খেদমত করে তাকে তারা পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাইতে বড় দানশীল আর কেউ নেই।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৬১৫, ৮৯৬নং হাদীসের পাদটীকা)

রাসূলুল্লাহর ক্ষমতার প্রশস্ততা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লিখিত হাদীসে পাকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিঃশর্তভাবে ইরশাদ করেছেন যে, "চাও যা চাওয়ার আছে।" এর মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ পাক তাঁকে জমিন ও আসমান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত খাযানার উপর এমন ক্ষমতা দান করেছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা দান করতে পারেন। এই কারণেই আমাদের ইমামগণ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এই বিষয়টি গণ্য করেছেন যে, তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে যেকোনো হুকুমের সাথে চাইলে নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। যেমনটি হযরত খুযাইমা বিন সাবিত رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর সাক্ষ্যকে তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুইজন ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ হুকুম থেকে যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে দেন। যেমনটি তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বুরদাহ বিন নিয়ার رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ এবং তিনি ছাড়া আরও কিছু সাহাবায়ে কিরামের জন্য ছয় মাসের ছাগলের কুরবানি জায়িয করেছেন। ওলামায়ে কিরাম তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতের মালিক করে দিয়েছেন যে, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধ্যে যা ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা যতটুকু ইচ্ছা দান করতে পারেন।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৬১৫, ৮৯৬নং হাদীসের আলোকে)

অনুগ্রহ ও দয়া ও উৎকর্ষতার সমুদ্র:

লুম'আতুত তানকীহতে রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিঃশর্তভাবে ইরশাদ করা যে, "আমার কাছে চাও।" এর মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ পাক তাঁকে আপন খাযানাগুলো থেকে প্রতিটি ঐ জিনিস দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যা তিনি দান করতে চান এবং এই ক্ষমতাও দিয়েছেন যে, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রার্থনাকারীদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা যেই জিনিস ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে দেন; কারণ তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুগ্রহ, দয়া এবং উৎকর্ষতার এমন এক সমুদ্র, যার কোনো তীর নেই।

(লুম'আতুত তানকীহ, ৩/১৭২, ৮৯৬নং হাদীসের পাদটীকা)

সমস্ত কাজ রাসূলুল্লাহর পবিত্র হাতে:

শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিঃশর্ত

ইরশাদ করেছেন: "চাও" এবং কোনো ধরণের শর্ত দেননি, এর মাধ্যমে জানা যায় যে, সমস্ত কাজ রাসূলুল্লাহর রহমত ও কুদরতি হাতে রয়েছে; যা কিছু চান, যার জন্য চান আপন পরওয়ারদিগারের অনুমতিতে দান করেন। (আশ'আতুল লুম'আত, ১/৪২৫)

জহাঁ বানী আতা কর দেঁ ভরী জন্নাত হিবা কর দেঁ
নবী মুখতারে কুল হে জিস কো জো চাহেঁ আতা কর দেঁ

مُرَافَقَت এর অর্থ:

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **مُرَافَقَت** এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ আপনি জান্নাতে আমাকে আপনার সাথে রাখুন, যেমন; বাদশাহরা শাহী কেল্লায় তাঁদের বিশেষ খাদেমদের নিজেদের সাথে রাখেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৪)

সায়্যিদুনা রবীয়া'র উপর রিসালাতের দরবারের দানসমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রবীয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: চাও, তো তিনি বাহ্যিকভাবে মনে হয় শুধু একটি জিনিসই চাইলেন আর তা হলো: "জান্নাতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য।" কিন্তু এই একটি জিনিসের অধীনে হযরত রবীয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে অনেক কিছু দান করা হয়েছে। যেমনটি হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খেয়াল রাখা উচিত যে, হযরত রবীয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এই স্থানে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চেয়েছিলেন: ✯ জীবনে ঈমানের উপর অবিচলতা ✯ নেক কাজের তৌফিক ✯ গুনাহ থেকে দূরত্ব ✯ মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর সমাপ্তি ✯ কবরের হিসাবে সফলতা ✯ হাশরে আমল কবুল হওয়া ✯ পুলসিরাত সফলভাবে পার হওয়া ✯ জান্নাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও উচ্চ মর্যাদা। এই সবকিছু সাহাবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট চেয়েছিলেন এবং হুযুর সাহাবীকে দান করেছেন। সুতরাং আমরাও হুযুরের নিকট ঈমান, সম্পদ, সন্তান, সম্মান, জান্নাত; সবকিছু চাইতে পারি, এই চাওয়া সাহাবাদের সুন্নাত। হুযুরের লঙ্গর থেকে এই সবকিছু কিয়ামত পর্যন্ত বণ্টন হতে থাকবে এবং আমরা ভিখারিরা নিতে থাকব। সূফীগণ বলেন যে, হযরত রবীয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হুযুরের কাছে হুযুরকেই চেয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু হুযুরকে জান্নাতেই পাওয়া যাবে তাই জান্নাতের উল্লেখ করেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৪)

সিজদার আধিক্যের নির্দেশের হিকমতসমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লিখিত হাদীসে পাকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিক সিজদা করার নির্দেশ ইরশাদ করেছেন। হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ এর অনেক হিকমত বয়ান করেছেন। কয়েকটি হিকমত উপস্থাপন করা হলো:

সিজদার আধিক্য আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম:

ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (সিজদার আধিক্য আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম)। এর সমর্থন

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্য একটি বাণী থেকেও পাওয়া যায়: সিজদা অবস্থায় বান্দা আপন প্রতিপালকের সবচাইতে কাছে থাকে।

(শরহে মুসলিম লিন-নববী, ৪র্থ অংশ, ২/২০৬)

সিজদায় বিনয় ও নম্রতা রয়েছে:

হাফেয ক্বাযী আবুল ফযল ইয়াদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: সিজদায় চরম স্তরের বিনয় ও নম্রতা পাওয়া যায় এবং সিজদায় বান্দা আল্লাহ পাকের জন্য আপন দাসত্ব প্রকাশ করে। কারণ সিজদায় মানুষ নিজের শরীরের সবচাইতে বেশি সম্মানজনক অংশ অর্থাৎ নিজের চেহারাকে একটি অতি সামান্য জিনিস; যাকে মানুষ পায়ের নিচে এবং জুতোর নিচে পিষ্ট করে অর্থাৎ মাটির উপর রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের হীনতা এবং আপন সত্তার নগণ্যতা প্রকাশ করে।

(আকমালুল মু'আল্লিম, ২/৪০৩, ৪৮৮নং হাদীসের পাদটীকা)

সিজদা নামায ছাড়াও ইবাদত:

সিজদার আধিক্যের নির্দেশের একটি কারণ এটিও বয়ান করা হয়েছে যে, সিজদা স্বয়ং একটি ইবাদত, যেখানে কিয়াম এবং রুকু নামাযের ভেতরে তো ইবাদত কিন্তু নামায ছাড়া ইবাদত নয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৭৯)

সিজদার আধিক্যের অর্থ:

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই সিজদাগুলো আদায়ের পদ্ধতি এমন হবে যে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিকহারে নামায আদায় করা হবে।

(আশ'আতুল লুম'আত, ১/৪২৫)

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: সিজদার আধিক্য করার অর্থ হলো এই যে, নামাযে অধিক সিজদা করো, সিজদায়ে তিলাওয়াত করো এবং সিজদায়ে শোকর আদায় করো। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৬১৬, ৮৯৭নং হাদীসের পাদটীকা)

সিজদায় আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধি পায়:

হযরত সায়্যিদুনা উক্ববাহ বিন মুসলিম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: বান্দার কোনো স্বভাব আল্লাহ পাকের নিকট এর চেয়ে বেশি পছন্দনীয় নয় যে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পছন্দ করে, আর বান্দা খোদায়ে যুলজালাল এর দরবারে সিজদা করা ছাড়া অন্য কোনো মুহূর্তে তাঁর অধিক নৈকট্য পায় না। (কিতাবুয যুহদ লিইবনিল মুবারক, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদীস ২৭৯)

সিজদা সংক্রান্ত বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা ও বাণীসমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিজদা একটি মহান ইবাদত, বুযুর্গানে দ্বীন অধিকহারে সিজদা করতেন। কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা উপস্থাপন করা হলো:

প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) সিজদা:

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিদিন এক হাজার সিজদা করতেন এবং মানুষ তাঁকে "সাজ্জাদ" অর্থাৎ অত্যধিক সিজদাকারী বলত। (সিফাতুস সাফওয়াহ, ২য় অংশ, ১/৭৬)

কোনো কিছুর জন্য আফসোস হয় না:

হযরত সায়্যিদুনা মাসরূক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার আল্লাহ পাকের জন্য সিজদা করা ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছু ছুটে যাওয়ার জন্য আফসোস হয় না। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৩/১৫৩, হাদীস: ৩১৭৮)

শুধু সেনাবাহিনীর উপর বৃষ্টি

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

প্রিয় শিশুরা! আমাদের প্রিয় আক্বা মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযাসমূহ শুধু আশ্চর্যজনকই নয় বরং মুসলমানদের জন্য স্বস্তি, সাহায্য এবং আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশের মাধ্যমও ছিল। আজ আমরা তেমনই একটি ঈমানদীপ্ত মুজিযা সম্পর্কে পড়ব, যা গযওয়ায়ে তাবুকের সফরে প্রকাশ পেয়েছিল।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট আরয করা হলো যে, আমাদের গযওয়ায়ে তাবুকের কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের বিষয়ে বলুন। তো তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: আমরা গযওয়ায়ে তাবুকের জন্য প্রচণ্ড গরমের মাঝে রওনা হয়েছিলাম। এক জায়গায় তাবু স্থাপন করলাম তো আমাদের এমন তীব্র পিপাসার সম্মুখীন হতে হলো যে, মনে হচ্ছিল যেন প্রাণই বেরিয়ে যাবে। এই করুন মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক আপনার দোয়ায় অনেক কল্যাণ রেখেছেন, আমাদের জন্য দোয়া করুন। নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি কি এটিই চাও?" আরয করা হলো: "জ্বি হ্যাঁ।" সুতরাং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাত আসমানের দিকে উঠালেন। তিনি হাত নিচে নামানোর আগেই মেঘমালা প্রকাশ পেল, সেগুলো সেনাবাহিনীর উপর ছায়া দান করল এবং এরপর

প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তাঁদের সমস্ত পাত্র পানি দিয়ে পূর্ণ করে নিলেন। হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: যখন আমরা লক্ষ্য করলাম তো জানতে পারলাম যে, বৃষ্টির মেঘ শুধু সেনাবাহীনির উপর ছিল এবং এর আগে (পেছনে) যায়নি।

(মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ১/৩৮৪, পৃষ্ঠা: ৫৮২)

এটি হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মহান মুজিযা যে, শুধু ইসলামী সেনাবাহীনির উপর বৃষ্টি হয়েছে, আগে (পেছনে) হয়নি।

এর মাধ্যমে জানা গেল যে:

- ✯ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মুজিযা বর্ণনা করা সাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত।
- ✯ কঠিনতম পরিস্থিতিতেও আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।
- ✯ বিপদের সময়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা মুমিনের হাতিয়ার এবং সর্বোত্তম সহায়।
- ✯ ভালো পরামর্শের উপকারিতা অনেক সময় পুরো মজলিস ও দল লাভ করে।
- ✯ বুযুর্গদের দিয়ে দোয়া করানো উচিত।
- ✯ নবীর দোয়া আল্লাহর দরবারে তাৎক্ষণিক ভাবে কবুল হয়।
- ✯ সম্মিলিত বিপদের সময় আমাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রদর্শন করা উচিত এবং একে অপরের কষ্ট বোঝা উচিত।
- ✯ দ্বীনের পথে আসা বিপদগুলোর জন্য প্রস্তুত এবং অবিচল থাকা উচিত।
- ✯ পেরেশানী থেকে বের হওয়ার প্রতিটি সম্ভাব্য চেষ্টা করা উচিত।
- ✯ আল্লাহ পাক যখন চান বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হওয়া পরিস্থিতিকেও সহজ করে দেন।
- ✯ উপায় অবলম্বন করা এবং ভবিষ্যতে উপস্থাপিত হওয়া সম্ভাব্য প্রয়োজনের আগে থেকেই ব্যবস্থা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।
- ✯ যদিও কোনো জিনিসের সাময়িক প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় তবুও তা নষ্ট করা উচিত নয় বরং আগামীর জন্য হিফাযত করা উচিত, বিশেষ করে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের হিফাযত করা উচিত।

রাসূলে পাক ﷺ কে খুশি করার আমল

মাওলানা আবু বেহজাদ আত্তারী মাদানী

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের সবচাইতে বড় নেয়ামত। আল্লাহ পাকের তাওফীক নিয়ে নেক আমল করার মাধ্যমে হুযুরের মুবারক হৃদয়কে আনন্দ পৌঁছে দেওয়া এবং হুযুরের সন্তুষ্টি অর্জন করা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পাশাপাশি জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। পক্ষান্তরে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কলবে কষ্ট দেওয়া দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস এবং জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। আসুন! কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা পড়ি, যাতে ঐ আমলগুলোর আলোচনা রয়েছে, যা দ্বারা রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয় আনন্দিত হয়েছে অথবা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেক আমলের উপর অর্থাৎ খুশির প্রকাশ করেছেন।

কারো প্রয়োজন পূরণ করাতে খুশি

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো উম্মতির প্রয়োজন পূরণ করে এবং এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির খুশি কামনা করে, তবে সে আমাকে খুশি করল। আর যে আমাকে খুশি করল, সে আল্লাহ পাককে খুশি করল আর যে আল্লাহ পাককে খুশি করল, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১৫, হাদীস: ৭৬৫৩)

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অত্যন্ত ঈমানদীপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি শুধুমাত্র রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির মধ্যেই রয়েছে। বড় থেকে বড় নেকী যার প্রতি হুযুর সন্তুষ্ট নন, তার প্রতি আল্লাহ পাক কখনোই সন্তুষ্ট হবেন না।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৮১)

এক বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো মুসলমানকে আনন্দ পৌঁছে দেয় তবে সে আমাকে আমার মাযারে আনন্দ পৌঁছালো। আর যে আমাকে আমার মাযারে আনন্দ পৌঁছাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে আনন্দ দান করবেন।

(জামউল জাওয়ামে, ৭/১৭২, হাদীস: ২২০৬৩)

উম্মতের নেক কাজের খবর পেয়ে খুশি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল হুযুর

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার হায়াত (অর্থাৎ জিন্দেগী) তোমাদের জন্য কল্যাণকর যে, তোমরা কথা বলো এবং তোমাদের জন্য কথা বলা হয়। আর যখন আমার ওফাত (অর্থাৎ ইন্তিকাল) হয়ে যাবে তবে এটিও তোমাদের জন্য কল্যাণকর যে, তোমাদের আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থাপন করা হবে। যদি আমি কল্যাণ দেখি তবে আমি আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা (অর্থাৎ পবিত্রতা ও প্রশংসা) বয়ান করব। আর যদি মন্দ দেখি তবে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (মাগফিরাত) করব।

(মুসনাদে বাযযার, ৫/৩০৮, হাদীস: ১৯২৫)

হাদীসে পাকের বাক্য: "তোমরা কথা বলো এবং তোমাদের জন্য কথা বলা হয়" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তোমরা আমার নিকট ঐ সব কথা বর্ণনা করো, যা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয় এবং আমি তোমাদের ঐ কথাগুলো বলে দেব, যা তোমাদের জটিলতা দূর করে দিবে এবং তোমাদের পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে দিবে।

(তায়সীর, ১/৫০২)

হে আশিকানে রাসূল! নেকী দেখে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা এবং প্রশংসা বর্ণনা করা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশি হওয়ার প্রমাণ। যেমনটি হযরত আল্লামা সামহুদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মুসনাদে বাযযারের বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেন: নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের নেক আমল দেখে খুশি হন এবং মন্দ আমল দেখে ব্যথিত হন। (ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তফা, ৪/১৩৫৪। আল হাভী, ২/১৮০)

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আল্লাহ পাকের দরবারে আমল উপস্থাপন করা হয় এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও মা-বাবার সামনে প্রতি জুমায়। তাঁরা নেক আমলে খুশি হন এবং তাঁদের চেহারার শুভ্রতা ও চমক বেড়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং তোমাদের ইন্তিকাল করা স্বজনদের নিজেদের গুনাহের মাধ্যমে কষ্ট দিও না। (নাওয়াদিরুল উসূল, ২/২৬০)

সদকা ও খয়রাতের জন্য খুশি

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জারীর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আমরা খুব ভোরে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে উপস্থিত ছিলাম যে, তাঁর খেদমতে মুদার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসলো যারা পোশাকের অভাবের কারণে কম্বল জড়িয়ে ছিল এবং তলোয়ার গলায় ঝুলিয়ে ছিল। তাদের অভাব-অনটন দেখে প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভেতরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন অতঃপর বাইরে তাশরীফ আনলেন। হযরত বিলালকে হুকুম দিলেন, তিনি আযান ও ইকামতের তাকবীর বললেন। অতঃপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়লেন এবং খুতবা দিলেন আর তাতে এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءًۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ
وَ الْاَرْحَامَؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا(۱)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবজাতি স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার জোড়া (সঙ্গিনী) সৃষ্টি করেছেন আর এ দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নাম নিয়ে যাঞ্ছা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন।

(পারা: ৪, সূরা: নিসা: ১)

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ(۱۸)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকের দেখা উচিৎ যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

(পারা: ২৭, সূরা: হাশর: ১৮)

অতঃপর ইরশাদ করলেন: মানুষ নিজের দিনার-দিরহাম, নিজের কাপড়, গম ও যবের সা' (একটি বিশেষ পরিমাপ) দ্বারা খয়রাত করবে; এমনকি ইরশাদ করলেন: খেজুরের একটি অংশ বা টুকরোই হোক না কেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, একজন আনসারী একটি থলে নিয়ে আসলেন যার ওজনে তাঁর হাত ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল বরং ক্লান্ত হয়েই গিয়েছিল। অতঃপর মানুষের সারি লেগে গেল এমনকি আমি খাবার ও কাপড়ের স্তূপ দেখলাম। এরপর আমি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা আনোয়ার দেখলাম যে, খুশিতে চকমক করছে যেন সোনার এক টুকরো।

(মুসলিম, ৩৯৪, হাদীস: ২৩৫১)

ব্যাখ্যা: (নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায় এই চকমক) ফকিরদের চাহিদা পূরণ এবং সাহাবাদের খয়রাতের উপর খুশির কারণে (ছিল। আর এটিও) জানা গেল যে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের নেক কাজে খুশি হন এবং যে আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করতে চায় সে যেন ফকিরদের প্রয়োজন পূরণ করে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৯৬)

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে এবং আখিরাতের উপকারিতা অর্জনের জন্য যদি কোনো ব্যক্তি আপন পীর ও মুর্শিদ অথবা আপন মা-বাবা অথবা আপন উস্তাদ ইত্যাদিকে আনন্দ পৌঁছানোর জন্য কোনো কাজ করে তবে তা একনিষ্টতার পরিপন্থী নয় এবং এটি এমন আমল যা দ্বারা আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আনন্দ লাভ করেন।

আল্লাহ পাক আমাদের আপন আক্বা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করার আমলসমূহ করার তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত কি ফজরের আগে হয়েছিল নাকি পরে?

প্রশ্ন: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সময় কি ফজরের আগে ছিল নাকি ফজরের পরে?

উত্তর: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সময় ছিল রাতের একেবারেই শেষ অংশ এবং সকালের শুরুর সময়। অর্থাৎ রাত যাচ্ছিল আর সকাল আসছিল; এভাবে রাতকেও ধন্য করা হয়েছে এবং সকালকেও সম্মানিত করা হয়েছে।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরী)

(২) প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস পড়ে ফেললো তো...

প্রশ্ন: যদি ফরয নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস পড়ে ফেলি, তবে এখন দ্বিতীয় রাকাতে কোন সূরা পড়ব?

উত্তর: দ্বিতীয় রাকাতেও সূরা ফাতেহার পর এই সূরা নাস-ই পড়বেন। (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৬৬, ২৬৭। বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪৮। মাদানী মুযাকারা, ৯ শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪৪ হিজরী)

(৩) জশনে বিলাদতের পতাকা কখন নামাবে?

প্রশ্ন: জশনে বিলাদত উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের ঘরের উপর যে পতাকা লাগাই, সেগুলো কখন নামাব?

উত্তর: সম্ভব হলে ২৫ সফরুল মুযাফফরের এক-দু'দিন আগে লাগিয়ে দিন যাতে আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর উরসে মুবারকও এতে এসে যায়। এরপর বারভী শরীফের দিন অতিবাহিত করে এই পতাকাগুলো সতর্কতার সাথে নামিয়ে হিফাযতে রেখে দিন, যাতে আগামী বছর কাজে আসে। যদি এই পতাকাগুলো সারা বছর লাগিয়ে রাখা হয়, তবে হয়তো সেগুলোর দিকে কেউ লক্ষ্যও করবে না এবং হতে পারে রোদ ও বাতাসের কারণে সেগুলো ছিঁড়ে (শহীদ হয়ে) জমিনে পড়ে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরী)

(৪) ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন কি কাজে যাওয়া যাবে?

প্রশ্ন: যদি অফিসে কোনো জরুরী কাজ থাকে তবে কি ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন কাজে যাওয়া যাবে?

উত্তর: ১২ই রবিউল আউয়াল এবং দুই ঈদ (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) এর দিন মুসলমানদের অধিকাংশই ছুটি করে। যদি কেউ এই দিনগুলোতেও ছুটি করার পরিবর্তে কাজ-কর্ম করে তবে এটি নিষেধ নয়। হতে পারে যেসব মুসলমান অমুসলিমদের কাছে চাকরী করেন তারা হয়তো তাদের এই দিনগুলোতে ছুটি দেন না এবং তাদের কাজ করতে হয়, তবে তারা কাজ করতে পারেন। একইভাবে কিছু মুসলমানও তাদের কর্মচারীদের এই দিনগুলোতে ছুটি দেন না কারণ দুই ঈদ এবং ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন তাদের কাজ আরও বেড়ে যায়। যেমন; কুরবানী ঈদের দিনগুলোতে মাংস বিক্রেতাদের ছুটি হয় না কারণ এই দিন তারা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একইভাবে পশু বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীরাও কুরবানী ঈদের দিনগুলোতে ছুটি করেন না। একইভাবে দুই ঈদে মিষ্টির দোকান এবং জেনারেল স্টোরওয়ালাদের কাজও অনেক বেশি হয়, তাই তারাও ছুটি করেন না। তাছাড়া যারা শিশুদের খেলনা ইত্যাদি বিক্রি করেন তাদেরও ঈদ ইত্যাদিতে ছুটি হয় না কারণ এটি তাদের উপার্জনের বিশেষ দিন।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরী)

(৫) কবরের উপর পতাকা লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: মিলাদ শরীফ উপলক্ষ্যে নিজেদের মরহুমদের কবরের উপর মিলাদ শরীফের পতাকা লাগানো কেমন?

উত্তর: আমার পরামর্শ হলো; এই বিষয়টিকে প্রথায় রূপ দিবেন না। হতে পারে পতাকা শিশুরা উপড়ে নিয়ে যায় অথবা বৃষ্টি ও রোদের কারণে জীর্ণ হয়ে উড়ে যায় এবং এভাবে সেগুলোর বে-আদবী হয়। সুতরাং কবরের উপর মিলাদ শরীফের পতাকা লাগানোর পরিবর্তে চারাগাছ লাগান; কারণ এগুলো যতক্ষণ সতেজ থাকবে যিকির করবে, যার ফলে মৃত ব্যক্তির মন ভালো থাকবে। আমার মরহুমা আম্মাজানের কবরের উপরও কিছু লোক পতাকা লাগিয়ে দেয়, মেহেরবানী করে তারা যেন এমনটি না করেন; হ্যাঁ, ফুল দেওয়া ভালো।

(মাদানী মুযাকারা, ১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরী)

(৬) মসজিদের চাঁদা কাউকে ধার দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: মসজিদের টাকা কি কাউকে ধার দেওয়া যাবে?

উত্তর: মসজিদের টাকা মুতাওয়াল্লী কাউকে ধার দিতে পারেন না এবং নিজেও ধার নিতে পারেন না (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৫৭৪)। বরং সেগুলো মসজিদেই ব্যবহৃত হবে। এমনটিও হতে পারে না যে, এখন এভাবেই পড়ে আছে আমরা ব্যবহার করে নিই, পরে মসজিদের চাঁদায় দিয়ে দিব অথবা অমুক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দিই সে

সময়মতো দিয়ে দিবে ইত্যাদি। মোটকথা কোনোভাবেই মসজিদের চাঁদা না ঋণ দেওয়া যাবে আর না ফেরতের নিয়তেও নিজে ব্যবহার করা যাবে। তবে অগ্রীম বেতন দেওয়া যাবে কিন্তু তাও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২৯ শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪১ হিজরী)

(৭) মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচান

প্রশ্ন: “মৃত ব্যক্তির উপর মাছি বসলে তা তার কাছে পাহাড়ের সমান মনে হয়” এমন কোনো বর্ণনা কি বিদ্যমান আছে?

উত্তর: এটি আমি প্রথমবার শুনলাম, এখন পর্যন্ত কোথাও পড়িনি আর না ওলামাদের থেকে শুনেছি। তবে মৃত ব্যক্তির চুল উপড়ানোও নিষেধ কারণ এতেও মৃতের কষ্ট হয়। (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৬৪) আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে একটি হাদীসে পাক বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয়ই মৃত মুসলমানের হাড় ভাঙা তেমন (কষ্টদায়ক) যেমন জীবিত মুসলমানের হাড় ভাঙা। (আবু দাউদ, ৩/২৮৫, হাদীস: ৩২০৭। দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৬৫)

আল্লাহ পাক আমাদের মৃত্যুর পর “পোস্টমর্টেম” করা থেকে বাঁচাও কারণ এতে মৃতদেহকে কাটা-চেরা করা হয়। একইভাবে যখন বিদেশের মাটিতে কারো আত্মীয়ের ইন্তিকাল হয় এবং তারা সেখান থেকে মৃতকে আনায়, তখন তারা মৃতব্যক্তি কেটে তার ভেতর থেকে নাড়িভুড়ি ইত্যাদি বের করে তাতে কেমিক্যাল ভরে দেয় এবং এরপর মৃতকে তাদের কাছে পৌঁছায়। সুতরাং মৃতকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচান এবং যেই দেশে ইন্তিকাল হয়েছে সেখানেই দাফন করে দিন। (মাদানী মুযাকারা, ২৬ শাবানুল মুয়াযযাম ১৪৪৪ হিজরী)

(৮) ঘরে খরগোশ পালা

প্রশ্ন: ঘরে খরগোশ রাখা কেমন?

উত্তর: খরগোশ হালাল জানোয়ার। একে ঘরে রাখা, পালা জায়িয। কিন্তু তাদের খাওয়া-দাওয়ার খুব খেয়াল রাখতে হবে। ঘরে শিশু থাকলে শিশুদের থেকেও তাদের হিফাযত করতে হবে যাতে শিশুরা তাদের কোনো কষ্ট না দেয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪৪ হিজরী)

(৯) কাযা নামায বসে পড়া কেমন?

প্রশ্ন: কাযা নামায কি বসে পড়া যায়?

উত্তর: কাযা ফরয ও বিতর ওয়াজিব শরয়ী অনুমতি ছাড়া বসে পড়তে পারবেন না। (দেখুন: বাহারে শরীয়ত, ১/৫১০। মাদানী মুযাকারা, ৯ শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪৪ হিজরী)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(১) মসজিদের ছাদে মিলাদের পতাকা লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, মসজিদের ছাদে মিলাদের পতাকা লাগানো যাবে কি না?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

মসজিদের ছাদে মিলাদের পতাকা লাগানো স্বীয় সত্তায় জায়িয বরং অনেক প্রশংসনীয় আমল; কারণ বর্তমানে এটি সারা বিশ্বে আহলে সুন্নাতের মাঝে প্রচলিত। একে সুন্নীদের মসজিদ হওয়ার নিদর্শন মনে করা হয় এবং ভালো হিসাবে গণ্য করা হয়। আর হাদীসে পাক অনুযায়ী; যেই কাজকে মুসলমানরা ভালো জানে, তা আল্লাহ পাকের নিকটও ভালো। তাছাড়া শরীয়তে এর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, যা এর বৈধতার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই, বরং এটি আহলে সুন্নাতের পরিচিতি এবং রাসূলের ভালবাসা প্রকাশের একটি চমৎকার ধরণ।

আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে বাযযার, আল মু'জামুল কবীর লিত-তাবরানী ইত্যাদির হাদীসে পাকে এসেছে (শব্দগুলো প্রথমোক্ত কিতাবের): "ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" অনুবাদ: যেই আমলকে মুসলমানরা ভালো জানে, তা আল্লাহর নিকটও ভালো। (মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ৩/৮৪, হাদীস: ৪৪৬৫)

আল্লামা যয়নুদ্দীন বিন ইব্রাহীম ইবনে নুজাইম মিসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (ওফাত: ৯৭০ হিজরী) লিখেন: "الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على عدم الاباحة" অনুবাদ: সমস্ত জিনিসের মূল হলো মুবাহ হওয়া, যতক্ষণ না (কোনো জিনিসের ব্যাপারে) মুবাহ না হওয়ার দলিল কায়েম হয়।

(আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃষ্ঠা: ৫৬)

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (ওফাত: ১৩৪০ হিজরী) এর নিকট মসজিদের ছাদে ইসলামী পতাকা লাগানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন: "(মসজিদে পতাকা লাগানোতে বাধার) আশঙ্কা না থাকলে স্বীয় সত্তায় কোনো অসুবিধা নেই।" (ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৮/১২২২)

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوۡلُہٗ اَعۡلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(২) কুরআনী আয়াত ও হাদীস সংবলিত সংবাদপত্র বিনা অযুতে পড়া, স্পর্শ করা এবং তা পুরনো কাগজ হিসেবে বিক্রি করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, সংবাদপত্রে কুরআনে করীমের আয়াত এবং হাদীস ও দ্বীনি কথা লিখা থাকে আর মানুষ তা বিনা অযুতে স্পর্শ করে, পাঠ করে এবং পড়ার পর এখানে-সেখানে রেখে দেয়। এরপর যখন কিছু সংবাদপত্র জমা হয়, তখন সেগুলো পুরনো কাগজ হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এই বিষয়গুলো সংক্রান্ত জরুরী সতর্কতার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

সংবাদপত্রের পাতায় যেই স্থানে কুরআনী আয়াত বা তার অনুবাদ লিখা থাকে, তবে পাতার ততটুকু অংশ অর্থাৎ আয়াত ও অনুবাদের স্থানটি এবং পাতার অপর পিঠের ঠিক পেছনের স্থানটি বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবে না; কিন্তু পাতার বাকি অংশ এবং বাকি সংবাদপত্র বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবে। এর কারণ হলো; সংবাদপত্রের আয়াতযুক্ত পাতায় অন্যান্য লেখাও থাকে, শুধু আয়াত ও কুরআনের অনুবাদ লিখা থাকে না বরং পাতার সামান্য অংশেই কুরআনে পাকের আয়াত বা অনুবাদ লিখা থাকে। সুতরাং পাতার বাকি অংশ এবং সংবাদপত্র বিনা অযুতে স্পর্শ করা জায়িয; কারণ এটি কুরআনী আয়াত ও অনুবাদকে স্পর্শ করা নয়। যেভাবে দ্বীনি মাসআলা সম্বলিত কিতাবগুলোকে আয়াত ও অনুবাদের অংশ ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে বিনা অযুতে স্পর্শ করা যায়।

তাছাড়া সংবাদপত্র পুরোনো কাগজ হিসেবে বিক্রির ক্ষেত্রে এই বিষয়ের খেয়াল রাখা জরুরী যে, এতে লিখিত আয়াত ও হাদীস, এর অনুবাদ, দ্বীনি প্রবন্ধ ইত্যাদি পবিত্র লেখা ও শব্দাবলী এবং আল্লাহ পাক, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতা عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن এর নামসমূহ সতর্কতার সাথে আলাদা করে নিন। এরপর বাকি সংবাদপত্র পুরোনো কাগজ হিসেবে বিক্রি করতে পারেন। আর ঐ আলাদা করা অংশগুলোকে একত্রিত করে কোনো পবিত্র থলে ইত্যাদিতে ভরে সতর্কতার সাথে আদবযুক্ত স্থানে রেখে দিন অথবা জমিনে দাফন অথবা গভীর সমুদ্র ও নদী বা বড় খালে থলেটির সাথে ভারী পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিন।

পানিতে ডুবিয়ে দেয়া এবং দাফন করার পদ্ধতি:

পানিতে ডুবিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি হলো যে, কাগজপত্রের থলে ইত্যাদিতে ভারী পাথর ভরে তা এমনভাবে গভীর নদী বা সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দিন যাতে তা পানির তলদেশে চলে যায় এবং বাইরে এমন স্থানে না আসতে পারে যেখানে সেগুলোর অবমাননার আশঙ্কা থাকে। কম গভীর পানিতে ফেলবেন না, কারণ এমনটি করলে সেগুলো সাধারণত ভেসে কিনারায় চলে আসে, যার ফলে কঠোর অবমাননা হয়। সুতরাং পানিতে ফেলার আগে থলেটিতে কয়েকটি জায়গায় ছোট ছোট ছিদ্র করে দিন, যাতে এতে দ্রুত পানি ঢুকে তলদেশে চলে যায়। সবচেয়ে উত্তম হলো

এগুলোকে পবিত্র কাপড়ে মুড়িয়ে জমিনে দাফন করে দেওয়া। যার পদ্ধতি হলো যে, সেগুলোর জন্য লাহাদ কবর বানান; অর্থাৎ গর্ত খুঁড়ে কিবলার দিকের দেয়ালকে এতটুকু খুঁড়বেন যাতে সমস্ত কুরআনে পাক এবং পবিত্র কাগজসমূহ ঐ দেয়ালের ছিদ্রের ভেতর সংকুলান হয়, যাতে সেগুলোর উপর মাটি না পড়ে। আর এমনটিও হতে পারে যে সিন্দুক সদৃশ কবর খুঁড়বেন অর্থাৎ গর্ত খুঁড়ে তাতে রাখবেন এবং উপর থেকে তক্তা লাগিয়ে ছাদ বানিয়ে সেই ছাদের উপর মাটি দিবেন, যেভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য কবর বানানো হয়; যাতে এই পবিত্র লেখাগুলোর উপর মাটি না পড়ে এবং কোনো পথচারীর পা না লাগে। এই সতর্কতাও শরয়ীভাবে জরুরী যে, কুরআনে পাক ইত্যাদি পবিত্র কাগজসমূহ কোনো ওয়াকফ কবরস্থানে দাফন করবেন না; কারণ কবরস্থান মুসলমান মৃতদের দাফনের জন্য ওয়াকফ করা হয়ে থাকে। সুতরাং সেগুলোতে পবিত্র কাগজসমূহ দাফন করা বা এই উদ্দেশ্যে কুপ বানানো জায়িয নয়, কারণ এটি ওয়াকফের অবস্থা পরিবর্তন করা, যা না-জায়িয।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) ক্রয়-বিক্রয়ে পরিবহনের কারণে মাল নষ্ট হয়ে গেলে তা কার জিম্মায়?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এক পার্টি আমাদের কাছ থেকে মাল অর্ডার করল। আমরা তাদের সাথে মালের কোয়ালিটি, মূল্য ইত্যাদি সবকিছু ঠিক করে চুক্তি করে নিলাম। কিন্তু পেমেন্ট এক মাস পর দেওয়া নির্ধারিত হলো। এরপর আমরা সেই মাল পার্টির কথামতো তাদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত গুডস ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর নিকট সোপর্দ করে দিলাম। পথিমধ্যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী দূর্ঘটনার শিকার হয় এবং মালগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এখন সেই পার্টির বক্তব্য হলো যে, সেই মাল যেহেতু আমাদের কাছে পৌঁছায়নি, সুতরাং আমরা এর পেমেন্ট করব না। জানতে চাওয়া বিষয় হলো; নষ্ট হওয়া মাল কার জিম্মায় নষ্ট হলো? এ বিষয়ে নির্দেশনা দিন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ইসলামী শরীয়তেরর দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতার উপর আবশ্যক যে, সে ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য বিক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দিবে এবং বিক্রেতার উপর আবশ্যক যে, সে বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সোপর্দ করবে। ক্রেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করাও ক্রেতার নিকট সোপর্দ করাই; কারণ সে প্রতিনিধি হিসেবে আয়ত্বে নিলো এবং প্রতিনিধির আয়ত্বে নেয়া মূল মালিকের আয়ত্ব হিসেবে গণ্য হয়। জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনি যেহেতু বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নির্ধারিত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর নিকট দিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে সোপর্দ করা সম্পন্ন হয়েছে। এরপর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী থেকে যেই মাল নষ্ট হয়েছে, তা ক্রেতারই নষ্ট হয়েছে। সুতরাং ক্রেতার উপর ওয়াদা অনুযায়ী সেই মালের পেমেন্ট করা আবশ্যক।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসার আহকাম

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) জুমার সময়ে নারীর কেনাকাটা করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলা সম্পর্কে কী বলেন যে, পুরুষদের জন্য তো জুমার সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়িয, কিন্তু মহিলাদের তো জুমা নেই, তাদের জন্য এই সময়ে কেনাকাটা করার হুকুম কী?

উত্তর: যাদের উপর জুমার নামায ফরয, তাদের জন্য জুমার প্রথম আযান হওয়া মাত্রই জুমার নামাযের জন্য ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। এই সময়ে ক্রয়-বিক্রয় এবং প্রতিটি ঐ কাজ যা নামাযের প্রচেষ্টার পরিপন্থী, তা না-জায়িয এবং মাকরূহে তাহরীমি। অবশ্য মহিলারা এবং ঐ লোকেরা যাদের উপর জুমা ফরয নয় অথবা যারা জুমার নামায আদায় করে ফেলেছে, তাদের জন্য এই সময়ে নিজেদের মাঝে কেনাকাটা করা মাকরূহ নয়। তবে তাদের এমন লোকদের সাথে কেনাকাটা করা না-জায়িয ও গুনাহ যাদের উপর জুমা ফরয এবং নিকটস্থ মসজিদে জুমার আযান হয়ে গেছে অথচ ঐ লোকেরা এখনও জুমার নামায আদায় করেনি। এর কারণ হলো; যেই ব্যক্তির উপর জুমা ফরয তার উপর নামাযের জন্য প্রচেষ্টা ওয়াজিব হয়ে গেছে, এখন সে যদি জুমার নামাযের জন্য প্রচেষ্টা করার পরিবর্তে কেনাকাটা করে তবে সে নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত হবে এবং ক্রেতা এই কাজে তাকে সাহায্য করছে যার কারণে সেও গুনাহগার হবে। হাশিয়াতুত তাহ্‌তাবী আলা মারাকিল ফালাহ-তে রয়েছে:

“(ويجب ترك البيع)---وفي الكلام اشعار بان من لم تجب عليه الجمعة مستثنى من الحكم كما في القهستاني يعني من لم تجب عليهما معا اما اذا وجبت على احدهما دون الآخر اثما جميعا لان الاول ارتكب النهي والثاني اعانه عليه”

অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করা ওয়াজিব এবং ইবারতে এই বিষয়ের ইশারা রয়েছে যে, যার উপর জুমা ওয়াজিব নয়, সে এই হুকুমের ব্যতিক্রম, যেভাবে ক্বাহেস্তানীতে রয়েছে। অর্থাৎ ঐ দুই ব্যক্তি যাদের কারো উপরই জুমা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি একজনের উপর জুমা ওয়াজিব হয় এবং অন্যজনের উপর না হয় তবে (ক্রয়-বিক্রয় করার কারণে) উভয়ই গুনাহগার হবে, কারণ প্রথমজন নিষেধাজ্ঞার অবাধ্যতা করেছে এবং দ্বিতীয়জন তাকে সাহায্য করেছে।

(হাশিয়াতুত তাহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ, ১/৫১৭)

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(২) লটারির মাধ্যমে পুরস্কারের একটি জায়িয অবস্থা

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলা সম্পর্কে কী বলেন যে, আজকাল বিভিন্ন Shopping Malls, Marts ইত্যাদিতে এই ধরনের অফার থাকে যে, আপনি উদাহরণস্বরূপ ১০ হাজার বা অমুক পরিমাণ টাকা পর্যন্ত শপিং করলে আপনার নাম লটারিতে (Lucky Draw) অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এতে বিভিন্ন পুরস্কার থাকে। Lucky Draw-তে যার নাম উঠবে সে ঐ সমস্ত পুরস্কার পেয়ে যাবে। আমার প্রশ্ন হলো; উল্লিখিত পদ্ধতির শরয়ী মর্যাদা কী এবং এর উপর প্রাপ্ত পুরস্কারের শরয়ী মর্যাদা কী?

বিঃ দ্রঃ- এতে আমাদের আলাদা কোনো টাকা জমা দিতে হয় না, যদি আমরা নির্ধারিত মূল্যের কেনাকাটা করি তবে তারা আমাদের নাম লটারিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: আরয করা অবস্থায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কোম্পানীর নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটা করার উপর লটারিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং নাম উঠলে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া জায়িয ও সঠিক। কারণ উল্লিখিত পদ্ধতিতে শরয়ী কোনো ত্রুটি নেই, যার কারণে একে না-জায়িয সাব্যস্ত করা হবে এবং কোম্পানী লটারির জন্য আলাদা কোনো টাকাও নিচ্ছে না। বরং কোম্পানী নিজেদের সামগ্রীক বিক্রয় (Sale) বাড়ানোর জন্য এই পুরস্কারের স্কিম বের করেছে যে, অমুক পরিমাণ কেনাকাটা করলে ক্রেতার নাম লটারিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, অতঃপর যার নাম উঠবে তাকে বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উল্লিখিত পুরস্কার গ্রহণ করা জায়িয ও সঠিক।

মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান মুফতি ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ লিখেন: "কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানী নিজের মালের বিক্রি বাড়ানোর জন্য এমনটি করে যে, প্যাকেট বা বক্সের ভেতরে একটি কুপন রেখে দেয়, যেই প্যাকেট থেকে টিকিট বের হবে তার উপর পুরস্কার দেওয়া হবে। যেসব মানুষের প্যাকেট থেকে টিকিট বের হবে, তাদের মাঝে লটারি করে পুরস্কার দেওয়া হবে; এই পদ্ধতিটি জায়িয। একইভাবে কোনো ব্যক্তি লটারি করে হজ্বে পাঠালে সেটিও জায়িয।"

(ওয়াকারুল ফাতাওয়া, ৩/২৭৫)

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৩) জাল নোট চালানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলা সম্পর্কে কী বলেন যে, আমার কাছে কোথাও থেকে ৫০০০ টাকার একটি জাল নোট এসেছে যা দেখতে একেবারেই আসল নোটের মতো লাগছে। ব্যাংকের মেশিনে চেক করার পর জানা গেল নোটটি জাল। এখন আমি জানি না এই নোটটি কে দিয়েছে। আমি কি নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে এই নোটটি চালিয়ে দিতে পারি? কারণ বাজারে মানুষ বুঝতে পারবে না এবং এটি চলতে থাকবে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: আরয করা অবস্থায় আপনার জেনে শুনে জাল নোট চালানো না-জায়িয ও হারাম। কারণ এতে নিজের একজন মুসলমান ভাইকে ধোঁকা দেওয়া হয়। আর ধোঁকা দেওয়ার বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে, মুসলমান তো মুসলমান, কাফেরকেও ধোঁকা দেওয়া হারাম। সুতরাং খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে নকল মুদ্রা দেওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় রয়েছে:

“رد العدليات من له بصارة على أنها زيف فليس له أن يدفع إلى من يأخذها مكان الجيدة لأنه تلبيس وغدر كذا في القنية”

অনুবাদ: যদি কোনো ব্যক্তিকে আদালী মুদ্রা ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সে জানে যে, এই মুদ্রাগুলো নকল, তবে তার জন্য জায়িয নয় যে, সে এই মুদ্রাগুলোকে খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে, যে এগুলো গ্রহণ করে নিবে। কারণ এটি প্রতারণা ও খেয়ানত। একইভাবে কুনিয়াতেও বর্ণিত রয়েছে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৬৭)

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ বলেন: “প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অকাট্যভাবে সবার সাথে হারাম; সে মুসলিম হোক বা কাফের, যিম্মি হোক বা হারবী, মুস্তামিন হোক বা গায়রে মুস্তামিন, আসলী হোক বা মুরতাদ।”

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১৪/১৩৯)

وَاللہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচীজান হযরত উম্মুল ফযল رَضِيَ اللهُ عَنْهَا প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিজের একটি স্বপ্নের কথা আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মুবারক শরীরের একটি অংশ আমার ঘরে এসেছে। তা শোনামাত্রই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছ, ফাতেমার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নেবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে।" সুতরাং যখন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেন, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুল ফযল رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁকে দুধ পান করান।

(আয যুররিয়্যাতুত তাহেরাহ লিদ দুলাবী, পৃষ্ঠা: ৭২)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নাতি যাঁর বিলাদতের সুসংবাদ স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর জন্মের আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর মুবারক নাম হাসান, কুন্নিয়াত আবু মুহাম্মদ, আর উপাধি হলো তক্বী, সায়্যিদ, সিবতে রাসূলুল্লাহ এবং সিবতে আকবর। তাছাড়া তাঁকে 'রায়হানাতুর রাসূল' (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের ফুল) বলা হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান মুজতাবা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সৌভাগ্যময় বিলাদত ১৫ই রমযানুল মুবারক ৩ হিজরীতে হয়েছিল।

(তাবাক্বাতে ইবনে সাদ, ৬/৩৫২)

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন আদুরে নাতির কানে আযান দিয়েছেন (মু'জামু কবীর, ১/৩১৩, হাদীস: ৯২৬), আপন মুবারক লালা দিয়ে তাহনীক দিয়েছেন (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৫১৯) এবং দুটি দুম্বার মাধ্যমে তাঁর আকীকা করেছেন।

(নাসায়ী, পৃষ্ঠা: ৬৮৮, হাদীস: ৪২২৫)

মুস্তফার মতো চেহারাঃ

হে আশিকানে রাসূল! রাসূলের নাতি ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর অসংখ্য ফযিলত রয়েছে, কিন্তু তাঁর একটি বড় ফযিলত ও মহত্ব হলো যে, তাঁর মুবারক চেহারা তাঁর নানাজান রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একবার আসরের নামায আদায় করে ফেরার সময় ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখলেন। তিনি রাসূলের নাতিকে নিজের কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলেনঃ আমার বাবা আপনার উপর কুরবান! আপনি হযরত আলী'র মতো নন বরং নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতো সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ (যিনি ঐ সময় কাছেই ছিলেন) এই কথা শুনে হাসতে লাগলেন। (বুখারী, ২/৪৮৬, হাদীসঃ ৩৫৪২)

মুস্তফার মমতাঃ

নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে কখনো মুবারক কোলে নিয়ে তো কখনো মুবারক কাঁধের উপর বসিয়ে ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনতেন। কখনো তাঁকে দেখার জন্য এবং আদর করার জন্য সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি এতটাই অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন যে, কখনো নামাযের অবস্থায় মুবারক পিঠের উপর উঠে বসে যেতেন।

(ইমাম হাসানের ৩০টি ঘটনা, পৃষ্ঠাঃ ৪)

মুস্তফার কাঁধের আরোহীঃ

একবার হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসানকে মুবারক কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছিলেন, তখন কেউ আরয করলঃ نِعۡمَ الۡمَرۡکَبُ رَکِبۡتَ یَا غُلَام অর্থাৎ হে শাহজাদা! আপনার বাহন তো অনেক চমৎকার। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ وَنِعۡمَ الرَّاکِبُ ہُوَ অর্থাৎ আরোহীও তো কত চমৎকার! (তিরমিযী, ৫/৪৩২, হাদীসঃ ৩৮০৯)

হযরত আবু বাকরাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বর্ণনা যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নামায পড়াতেন, (নামাযের সময়) হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি তখনো অনেক ছোট ছিলেন, তাশরীফ আনতেন এবং রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন সিজদা করতেন তখন তিনি লাফিয়ে তাঁর গর্দান শরীফ এবং পিঠ মুবারকের উপর বসে পড়তেন। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত আরামের সাথে আপন মস্তক মুবারক সিজদা থেকে উঠাতেন এবং তাঁকে মমতার সাথে নিচে নামাতেন। (একবার নামাযের পর) সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি এই শিশুর সাথে (মমতা ও দয়া) এর যেই ব্যবহার করেন, তা আমরা অন্য কারো সাথে দেখিনি। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ اِنَّہٗ رَیۡحَانَتِیۡ مِنَ الدُّنۡیَا অর্থাৎ সে দুনিয়ায় আমার ফুল।

(মুসনাদে বাযযার, ৯/১১১, হাদীসঃ ৩৬৫৭)

হযরত বারাআ বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেনঃ আমি দেখলাম যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে কাঁধের উপর উঠিয়ে রেখেছেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছেন: হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও একে ভালবাস। (তিরমিযী, ৫/৪৩২, হাদীস: ৩৮০৮)

একবার রাসূলে আকরাম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং হযরত হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ (মিম্বরের উপর) তাঁর পাশে বসে ছিলেন। নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো মানুষের দিকে মনোযোগ দিতেন আবার কখনো ইমাম হাসানের দিকে তাকাতেন। এরপর তিনি صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ ابۡنِیۡ هٰذَا سَیِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنۡ یُّصۡلِحَ بِهٖ بَیۡنَ فِئَتَیۡنِ عَظِیۡمَتَیۡنِ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ অর্থাৎ আমার এই সন্তান সর্দার, আল্লাহ পাক তাঁর উসিলায় মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে আপোস করিয়ে দিবেন। (বুখারী, ২/২১৪, হাদীস: ২৭০৪)

ইমাম হাসান মুজতবা'র খেলাফত:

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শাহাদাতের পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ খেলাফতের মসনদে আসীন হলেন এবং কুফাবাসীরা তাঁর মুবারক হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সেখানে কিছুকাল অবস্থান করলেন এবং এরপর কয়েকটি শর্ত সহকারে খেলাফতের বিষয়াবলী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর নিকট সমর্পন করে দিলেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সকল শর্ত কবুল করলেন এবং পরস্পর সন্ধি হয়ে গেল। এভাবে হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ মুজিযা প্রকাশ পেল, যা তিনি ইরশাদ করেছিলেন যে, আল্লাহ পাক আমার এই সন্তানের উসিলায় মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে আপোস করাবেন। (সাওয়ানেহে কারবালা, পৃষ্ঠা: ৯৬)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মুবারক জীবন আল্লাহর ভয়, ইশকে মুস্তফা, মুসলমানদের কল্যাণকামীতা, ইবাদত ও রিয়াযত এবং অন্যান্য সুন্দর গুণে ভরপুর। তাঁর মুবারক জীবনের কয়েকটি ঝলক লক্ষ্য করুন:

সাথেসাথেই চাহিদা পূরণ করে দিলেন:

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর খেদমতে একজন প্রার্থী উপস্থিত হয়ে লিখিত আবেদন করল। তিনি (পড়ার আগেই) বললেন: আপনার প্রয়োজন পূরণ করা হবে। আরয করা হলো: হে রাসূলের নাতি! আপনি যদি তাঁর আবেদনটি পড়ে সে অনুযায়ী উত্তর দিতেন তবে উত্তম হতো। ইরশাদ করেন: যতক্ষণ আমি তাঁর আবেদন পড়তাম ততক্ষণ সে আমার সামনে লাঞ্ছিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকত; যদি আল্লাহ পাক আমাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন তবে আমি এর কী উত্তর দেব? (ইহইয়াউল উলূম, ৩/৩০৪)

১০ হাজার দিরহাম দান করলেন:

একবার কোনো ব্যক্তি তাঁর পাশে বসে আল্লাহ পাকের নিকট দশ হাজার দিরহাম প্রার্থনা করছিল। তাঁর এই দোয়া শুনে তিনি ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং তাঁর জন্য ১০ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ১৩/২৪৫)

সবকিছু খয়রাত করে দিলেন:

সায়্যিদুল আসখিয়া হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ২ বার নিজের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র এবং ৩ বার অর্ধেক মাল ও সম্পদ আল্লাহ পাকের পথে খরচ করেছেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৪৭, হাদীস: ১৪৩৪)

২৫টি পায়ে হেঁটে হজ্ব:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ (মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররমা) পায়ে হেঁটে ২৫ বার হজ্ব আদায় করেছেন।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩৮৭)

ওফাত:

তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ৫ই রবিউল আউয়াল ৫০ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৭ বছর। (তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা: ২৪০)

নামাযে জানাযা:

তাঁর নামাযে জানাযা হযরত সাঈদ বিন আস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ পড়িয়েছেন, যিনি তখন মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নর ছিলেন। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হযরত সাঈদ বিন আস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে জানাযা পড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

(আল ইসতিআব, ১/৪৪২)

জানাযায় মানুষের ভিড়:

হযরত ছা'লাবাহ বিন আবি মালিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: আমি ইমাম হাসান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছি, তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে (আপন মহিয়সী মায়ের পাশে) দাফন করা হয়েছে। আমি জান্নাতুল বাক্বীতে মানুষের এত বেশি ভিড় (Crowd) দেখেছি যে, যদি একটি সুঁইও নিক্ষেপ করা হতো তবে (মানুষের ভিড়ের কারণে) তা জমিনে পড়ত না বরং কোনো না কোনো মানুষের মাথায় পড়ত। (আল আসাবাহ, ২/৬৫)

ইমাম হাসানের সন্তানাদি:

তাঁর অনেক সন্তান ছিল। ইমাম ইবনুল জাওযী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ তাঁর শাহজাদাদের সংখ্যা ১৫ এবং শাহজাদীদের সংখ্যা ৮ জন লিখেছেন। (আল মুনতাযাম, ৫/২২৫) আর ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ তাঁর ১২ জন শাহজাদার নাম লিখেছেন: হাসান, যায়েদ, তালহা, কাসিম, আবু বকর এবং আব্দুল্লাহ; এই ৬ জন তাঁর চাচাজান সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর সাথে কারবালার ময়দানে শাহাদাতের সুধা পান করেন। বাকি ৬ জন হলেন: আমর, আব্দুর রহমান, হোসাইন, মুহাম্মদ, ইয়াকুব এবং ইসমাঈল رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن। ইমাম হাসান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বংশ (অর্থাৎ হাসানী সৈয়দদের) সিলসিলা হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুছান্না এবং হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে চলে আসছে।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৪০১)

তেরী নসলে পাক মেঁ হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে আয়নে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৪৬)

রাসূলের নাতি, ফাতিমা বাতুলের কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর উপর আল্লাহ পাকের রহমত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মিলাদুন্নবী ﷺ এর খুশি উদযাপন করা

সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দ্বীনে ইসলামের শিক্ষার একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও সুন্নাতের পাশাপাশি সালাফে সালেহীন, আউলিয়ায়ে কামিলীন এবং উম্মতের আকাবিরদের আমলী ও ইলমী দিক নির্দেশনায়ও পেয়ে থাকি। এই পবিত্র মনীষীরা তাঁদের ইলম, আমল, তাকওয়া এবং একনিষ্ঠতার কারণে উম্মতের জন্য নূরানী মিনারের মর্যাদা রাখেন। তাঁদের বাণী ও উক্তি এবং ইলমী অভিজ্ঞতাগুলো শুধু দ্বীনি মাসআলা ও আহকাম বোঝার ক্ষেত্রেই সহায়ক নয় বরং মানুষের চিন্তা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং আমলী প্রশিক্ষণেরও এক প্রভাবশালী মাধ্যম। মাসিক ফয়যানে মদীনার এই ধাবাহিকতায় উম্মতের আকাবিরদের ব্যাপারে বিভিন্ন দ্বীনি, চারিত্রিক ও সামাজিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে, যাতে পাঠকগণ এই মুবারক মনিষীদের চিন্তা ও শিক্ষা থেকে ইলম ও আমলকে আরও উজ্জ্বল করতে পারেন। মিলাদ শরীফ উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপন করা যদিও হাদীস ও তাফসীরসমূহেও বর্ণিত হয়েছে, তবুও আসুন আজ জানি যে, বুযুর্গদের দৃষ্টিতে মিলাদে মুস্তফা ﷺ উদযাপনের কী কী বরকত রয়েছে!

বিলাদতে মুস্তফা'র আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা মুস্তফা'র সম্মান স্বরূপ

শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ বিন যেইন বিন দাহলান মাক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের রাতে আনন্দ উদযাপন করা, মিলাদ শরীফ পাঠ করা, বিলাদতের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা, খাবার খাওয়ানো এবং ঐ সকল ভালো কাজ, যা এই রাতে মানুষের মাঝে প্রচলিত, এই সব কাজ প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের অন্তর্ভুক্ত।

(আদ দুরারুস সুন্নীয়্যাহ ফিল রদ্দি আলাল ওয়াহাবীয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৫০)

বিলাদতের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা উত্তম

আলিমে কামিল আরিফ বিল্লাহ মাওলানা সৈয়দ জাফর বারযানজী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: নিশ্চয়ই

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করাকে ঐ সকল ইমামগণ মুস্তাহসান (উত্তম ও সাওয়াবের কাজ) মনে করেছেন, যাঁরা নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; সুতরাং ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য আনন্দ সংবাদ, যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করা।

(আক্বদুল জওহার ফী মওলিদিন নাবিয়্যিল আযহার, পৃষ্ঠা: ১১)

বিলাদত শরীফের আলোচনা কল্যাণের মাধ্যম

হযরত শায়খ ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে, এতে তো কারো কোনো ভিন্নমত নেই যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত শরীফের আলোচনা দুনিয়াবী ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যম। আর এই ফকিরের পদ্ধতি হলো; আমি মিলাদ মাহফিলে শরিক হই, বরং বরকতের মাধ্যম মনে করে প্রতি বছর এটি আয়োজন করি এবং ক্বিয়ামের মধ্যে আনন্দ ও স্বাদ পাই।

(ফয়সালা হাফতে মাসআলা, পৃষ্ঠা: ৫০, ১১১)

প্রতিপালকের সন্তুষ্টির দিকে অগ্রগামী হওয়া

ফকীহ মুহাদ্দিস মাওলানা উসমান বিন হাসান দামিয়াতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তাঁর পুস্তিকা 'ইসবাতে ক্বিয়াম' এ বলেন: মিলাদ শরীফ পড়ার সময় রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত শরীফের আলোচনার সময় সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব ও উত্তম, যার সম্পাদনকারী প্রচুর সাওয়াব এবং মহান অনুগ্রহ অর্জন করবে; কারণ তা হলো সম্মান আর ঐ নবী করীম, সাহিবে খুলক্বে আযীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন সম্মান; যাঁর বরকতে আল্লাহ পাক আমাদের কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমানের নূরের দিকে নিয়ে এসেছেন এবং যাঁর উসিলায় আমাদের মূর্খতার জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে মারিফাত ও ইয়াক্বীনের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। সুতরাং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হওয়া রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫০৭)

ইমাম ইবনুল জাযারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আবু লাহাবের মতো নিকৃষ্ট কাফেরের কুৎসা কুরআনে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের রাতে আনন্দ উদযাপন করার কারণে যখন জাহান্নামে সে কিছুটা আযাব লাঘব হওয়ার সুযোগ পেল, তবে সেই মুসলমানের কথা কী হবে? যে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে আনন্দিত হয় এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর ভালাবাসায় খরচ করে? আমার জীবনের শপথ! আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার প্রতিদান এটাই হবে যে, তিনি নিজের প্রশস্ত অনুগ্রহে তাকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন। যুগ যুগ ধরে আহলে ইসলাম প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের মাসে আনন্দ উদযাপন করে আসছে, মেহমানদারী ও দাওয়াতের আয়োজন করে, এর রাতগুলোতে সদকা ও খয়রাত করে, আনন্দ ও উৎফুল্লতা প্রকাশ করে, নেকী ও কল্যাণের আধিক্য করে এবং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ

মুবারক পাঠ করে ও বিলাদতের আলোচনা করে। সুতরাং নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতের কারণে তাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রকাশ ঘটে। (মাওয়াহিবে লাদুননিয়্যাহ, ১/৭৮)

উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একমত হতে পারে না

খলীলে মিল্লাত মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান মুফতি মুহাম্মদ খলীল খান ক্বাদেরী বারকাতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَيۡهِ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা শত শত বছর ধরে মুসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত ও আমলী বিষয় এবং বড় বড় ইমাম ও ওলামাদের নিকট স্বীকৃত ও মকবুল। আর শরীয়তে এই বিশেষ কাজটি সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না। আর যতক্ষণ শরীয়ত নিষেধ না করে ততক্ষণ অন্য কারো এটি থেকে বারণ করা প্রত্যাখ্যাত। বিশেষ করে যখন হারামাইন তায়্যিবাইন, মক্কা মুয়াযযমা ও মদীনা মুনাওয়ারা যা দ্বীন ও ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু; সেখানকার বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম এবং চার মাযহাবের সম্মানিত মুফতিগণ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজের সম্পাদনকারী ও আমলকারী এবং এর প্রবক্তা ও সমর্থক হিসেবে রয়েছেন এবং নির্ভরযোগ্য ইমামগণ একে নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব ও উত্তম সাব্যস্ত করেছেন; তবে এটি হারাম, না-জায়িয ও মন্দ বিদআত হয় কীভাবে? আর যখন এই মজলিস ও ক্বিয়ামকে আরব-অনারব, মিশর-শাম, রুম ও আন্দালুস এবং অন্যান্য দ্বীনি জনপদ ও মুসলিম দেশগুলোর নির্ভরযোগ্য ওলামাগণ পূর্বসূরী থেকে আজ পর্যন্ত উত্তম জেনেছেন, তবে এর বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়ার উপর ঐক্যমত হয়ে গেছে। আর যেই বিষয় উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত তা-ই হক, পথভ্রষ্টতা নয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয় না।

(ফয়সালা হাফতে মাসআলা তওযীহাত ও তাশরীহাত, পৃষ্ঠা: ৫৫)

আল্লামা ইবনে জাওযীর চমৎকার আকিদা

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَيۡهِ করেন: পবিত্র সেই সত্তা যিনি প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৃষ্টি করেছেন এবং ঊর্ধ্বজগতে তাঁর মর্যাদা ও যিকিরকে সমুন্নত করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর মুবারক বিলাদতে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো, তার জন্য তিনি জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা ও আড়াল বানিয়ে দিলেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর বিলাদতের মুহূর্তে এক দিরহাম খরচ করল, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য এমন সুপারিশ করবেন, যা আল্লাহর দরবারে মকবুল হবে এবং আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম দান করবেন। সুতরাং হে উম্মতে মুহাম্মদ! তোমাদের জন্য মোবারকবাদ যে, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক বড় কল্যাণ অর্জন করে নিয়েছ। (মওলাদুল আরূস, পৃষ্ঠা: ৬৬)

আল্লাহ পাক আমাদের আকাবিরদের শিক্ষা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(১) মহিলাদের নিজেদের হাত এবং পায়ের পশম কাটা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, মহিলাদের জন্য নিজেদের হাত এবং পায়ের পশম কাটা কি জায়িয?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَایَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

মহিলারা নিজের হাত এবং পায়ের পশম কাটতে পারবে, শরীয়তে এর কোনো বাধা নেই। তবে যদি এই কাজটি অন্য কোনো মহিলার মাধ্যমে করানো হয়, তবে পর্দার খেয়াল রাখা জরুরী। অর্থাৎ হাত এবং হাঁটুর নিচের পশম পরিষ্কার করানো তো ঠিক, কিন্তু পায়ের পশমের ক্ষেত্রে হাঁটুর উপরের পশম কাটার জন্য ঐ অংশটি অন্য মহিলার সামনে খোলা জায়িয নয়। কারণ একজন মহিলার জন্য অন্য কোনো মহিলার সামনেও শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নিজের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ খোলা জায়িয নয়। একইভাবে এই কাজের জন্য কোনো অমুসলিম মহিলার সামনে সতরের অঙ্গসমূহ যেমন; কব্জি, বাহু, হাঁটু খোলাও জায়িয হবে না। কারণ মুসলমান মহিলার জন্য অমুসলিম মহিলার সাথেও ঐ একই পর্দা রয়েছে, যা একজন অপরিচিত পুরুষের সাথে থাকে; অর্থাৎ যেসব অঙ্গ অপরিচিত পুরুষের সামনে খোলা জায়িয নয়, ঐ অঙ্গগুলো অমুসলিম মহিলার সামনে খোলাও জায়িয নয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) বিশেষ দিনগুলোতে ব্যবহার করা জিনিসপত্র ধোয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, মহিলারা বিশেষ দিনগুলোতে যেসব জিনিস ব্যবহার করেন, বিশেষ দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর কি ঐ জিনিসগুলোও ধুয়ে ব্যবহার করা জরুরী? যেমন; চুল বাঁধার বেন, ক্লিপ ইত্যাদি। যদি কেউ সেগুলো না ধুয়ে ব্যবহার করে এবং নামায পড়ে তবে কি নামায হয়ে যাবে?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

হায়য ও নিফাসের অবস্থায় নারী হুকমিভাবে নাপাক থাকেন, কিন্তু তার বাহ্যিক শরীর যথারীতি পাক থাকে; কেবল ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি ছাড়া, যেখানে রক্ত লেগে থাকে, কারণ ঐ অংশটি বাহ্যিকভাবেও নাপাক হবে। যখন নারীর মূল বাহ্যিক শরীর পাক, তখন এই অবস্থায় তিনি যেসব কাপড়, থালাবাসন, বিছানা বা অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করেন, সেগুলো নিছক তার ব্যবহারের কারণে নাপাক হবে না, বরং পাক-ই থাকবে। সুতরাং নাপাকি লাগা ছাড়া সেগুলো ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং সেগুলো সহকারে নামায সঠিক হবে। তবে যদি শরীর, কাপড় বা অন্য কোনো জিনিসে হায়য বা নিফাসের রক্ত লেগে যায় তবে ঐ স্থানটি নাপাক হয়ে যাবে এবং যতটুকু অংশ নাপাকির মাধ্যমে কলুষিত হয়েছে তা পাক করা জরুরী হবে।

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوۡلُہٗ اَعۡلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৩) নফল রোযায় কাযা রোযার নিয়ত করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, নফল রোযায় কি কাযা হওয়া ফরযের নিয়ত করা যাবে? যেমন; শা'বানের রোযায় কোনো মহিলা যার ফরয রোযা বাকি আছে, তিনি নফল এবং কাযা উভয়ের নিয়ত করে নিলেন?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

একই রোযায় নফল এবং কাযা উভয়ের একত্রে নিয়ত করা সঠিক নয়। যদি এমনটা করা হয় তবুও ঐ রোযা কাযা আদায় হিসেবেই গণ্য হবে; কারণ নিয়তের ক্ষেত্রে নফলের উপর কাযা অগ্রাধিকার লাভ করে, যেহেতু ফরয হওয়ার কারণে তা গুরুত্বপূর্ণ ও তাকিদপূর্ণ। সুতরাং আরয করা অবস্থায় এমন মহিলা শুধু নিজের কাযা রোযার নিয়ত করবেন এবং চেষ্টা করে দ্রুত নিজের এই রোযাগুলো পূর্ণ করবেন, অন্যথায় আশঙ্কা রয়েছে যে, তার নফলও কবুল হবে না।

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوۡلُہٗ اَعۡلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৪) নাপাকির দিনগুলোতে আয়াত সমূহ দোয়া হিসেবে পাঠ করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, একজন মহিলার দোয়া করার অভ্যাস এমন যে, তিনি নিজের দোয়ায় সাধারণত আয়াতে করীমা (لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ (۸۷)), একইভাবে (حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَنِعۡمَ الۡوَكِیۡلُ (۱۷۳)) এবং শেষে সূরা সাফফাত এর শেষ তিনটি আয়াত (سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ (۱۸۰) وَسَلٰمٌ عَلَی الۡمُرۡسَلِیۡنَ (۱۸۱) وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ (۱۸۲)) পাঠ করেন। জানার বিষয় হলো মহিলাদের যখন নাপাকির দিনগুলো

থাকে, তখন এই উল্লিখিত আয়াতগুলো কি দোয়া হিসেবে পাঠ করতে পারবেন কি না?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

আয়াতে করীমা এবং প্রশ্নে বর্ণিত অন্যান্য আয়াতসমূহ দোয়ার সময় মহিলারা নিজেদের বিশেষ দিনগুলোতে পাঠ করতে পারবেন কি না, এর বিস্তারিত বিবরণ হলো যে, অপবিত্রতার অবস্থা, একইভাবে মহিলাদের নাপাকির বিশেষ দিনগুলোতে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করা না-জায়িয ও হারাম। কিন্তু যেসব কুরআনী আয়াত যিকির ও সানা অথবা দোয়া ও মুনাজাতের অর্থ সম্বলিত, সেগুলোকে যিকির ও সানা এবং দোয়া ও মুনাজাতের নিয়তে পাঠ করা জায়িয। কারণ এগুলোতে নিয়ত পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং দোয়া করার সময় সাধারণত যিকির ও সানা এবং দোয়া ও মুনাজাত হিসেবেই এই আয়াতগুলো পাঠ করা হয়। সুতরাং মহিলারা নিজেদের বিশেষ দিনগুলোতে দোয়া করার সময় আয়াতে করীমা (لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَکَ اِنِّیۡ کُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۸۷﴾), (حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ ﴿۱۷۳﴾) এবং শেষে সূরা সাফফাত এর শেষ তিনটি আয়াত (سُبۡحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الۡعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلٰمٌ عَلَی الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۸۲﴾) দোয়া ও সানার (প্রশংসার) নিয়তে পাঠ করতে পারবেন। আর যদি আয়াতসমূহে তিলাওয়াতের নিয়ত হয়, তবে তা হারাম।

বিঃ দ্রঃ- ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে যিকির ও সানার (প্রশংসার) অর্থ পাওয়া যায় না, সেগুলোতে নিয়ত পরিবর্তন কোনো উপকার দিবে না। এইজন্য এমন আয়াতসমূহ বিশেষ দিন গুলোতে যিকির ও সানার নিয়তেও পাঠ করার অনুমতি নেই। একইভাবে যিকির ও সানা এবং দোয়া ও মুনাজাতের অর্থ সম্বলিত আয়াতসমূহ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য অথবা কোনো আমলের জন্য অযীফা হিসেবে পাঠ করার অনুমতি নেই। যেমন; কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আয়াতে করীমা বা (حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ ﴿۱۷۳﴾) এর নির্দিষ্ট সংখ্যায় অযীফা করা হয়, তবে এই নিয়তে যিকির ও সানার আয়াতগুলোও পাঠ করা যাবে না। তাছাড়া যেসব লোকের নিকট ঐ মহিলার বিশেষ অবস্থায় থাকার বিষয়টি জানা থাকে, উত্তম হলো তাদের সামনে যিকির ও সানার আয়াতসমূহ যিকির ও সানা হিসেবে পাঠ করা থেকে বিরত থাকা; কারণ এমন অবস্থায় আশঙ্কা রয়েছে যে, যেন তারা হায়য ও নিফাসের অবস্থায় কুরআনের তিলাওয়াতকে জায়িয মনে না করে নেয় অথবা এই পাঠকারিণী মহিলার উপর গুনাহের অপবাদ না দিয়ে বসে।

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মেয়েদের সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এর প্রশিক্ষণ দিন

উম্মে নূর আত্তারীয়া

আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্য আপন প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর মুবারক জীবনকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম নমুনা সাব্যস্ত করেছেন। একজন মুসলমানের সফলতা এর মধ্যেই যে, সে তার আকায়েদ, ইবাদত, কাজকর্ম, আচারণ এবং সামাজিকতায় সুন্নাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গ্রহণ করে নেয়। মা-বাবার উপর এই যিম্মাদারী অর্পিত হয় যে, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের, বিশেষভাবে মায়েরা মেয়েদের এমন প্রশিক্ষণ দিবেন, যাতে তাদের অন্তরে সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি হয়, সুন্নাত শেখার আগ্রহ তৈরি হয় এবং সুন্নাতের উপর আমল তাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়।

আজকের যুগে মা-বাবা নিজেদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, আধুনিক দক্ষতা এবং দুনিয়াবী আদব শেখানোর জন্য তো অনেক চিন্তিত দেখা যায়, কিন্তু এই চিন্তা তুলনামূলক কম দেখা যায় যে, আমাদের মেয়ে ইসলামী শিক্ষা ও সুন্নাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতটা জানে? তার কতটি সুন্নাত মুখস্থ আছে? সে প্রাত্যহিক জীবনে কতটি সুন্নাতের উপর আমল করে? অথচ প্রকৃত সফলতা হলো সুন্নাতে নববী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণের মাঝেই। যেই ঘরে সুন্নাতের উপর আমল এবং এর চর্চা হয়, সেখানে কল্যাণ ও বরকতও অবতীর্ণ হয় এবং দ্বীনি পরিবেশও বৃদ্ধি পায়।

মেয়েদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণের শুরু শৈশব থেকেই হওয়া উচিত। সবার আগে মা-বাবা নিজেরা সুন্নাতের উপর আমলকারী হবেন, কারণ শিশুরা মা-বাবার চরিত্রকে নিজেদের চোখে দেখে শেখে। যদি মা ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করেন, খাওয়ার আগে ও পরের দোয়াসমূহ পড়েন, পর্দার নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করেন, নম্র সুরে কথা বলেন, বড়দের আদব এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করেন, তবে মেয়ের হৃদয়েও এই অভ্যাসগুলোর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

মেয়েদের অন্তর ও মস্তিষ্কে সুন্নাতের মহত্ব এবং গুরুত্বও বসিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের এই

অনুভূতি দেওয়া যে, সুন্নাত নিছক কোনো রীতি রেওয়াজ বা কিছু বাহ্যিক আমলের নাম নয়, বরং এগুলো আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনের ঐ পদ্ধতি, যা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নসীব হয়। যখন মেয়েদের অন্তরে এই প্রেরণা সৃষ্টি হবে যে, আমি আমার আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করছি, তখন তাদের জন্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে যাবে।

মেয়েদের মাঝে সুন্নাত শেখার আগ্রহ তৈরি করার জন্য ঘরে নিয়মিত সুন্নাতের আলোচনা হওয়া উচিত। প্রতিদিন বা সাপ্তাহিক কয়েকটি সুন্নাত শেখার নিয়ম বানানো যেতে পারে এবং প্রতিদিনকার বিষয়গুলোতে তা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন; খাওয়া-দাওয়ার সুন্নাত, পোশাকের সুন্নাত, ঘুমানো-জাগ্রত হওয়ার সুন্নাত, সালামের সুন্নাত, মা-বাবার হক, আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ এবং অন্যান্য প্রাত্যহিক সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করা। যদি মেয়ে কোনো নতুন সুন্নাত শিখে তার উপর আমল করে তবে তার প্রশংসা করা এবং তাকে উপহার বা উৎসাহের মাধ্যমে আরও আগ্রহ সৃষ্টি করা।

সুন্নাত সম্পর্কে তথ্য অর্জন করার জন্য অধ্যয়নের অভ্যাস তৈরি করাও অত্যন্ত জরুরী। মেয়েদের শৈশব থেকেই দ্বীনি কিতাব পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন, বিশেষভাবে মাকতাবাতুল মদীনার ঐ কিতাবগুলো যাতে সুন্নাত, ইসলামী আদব, মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনী এবং ইসলামী চরিত্রকে সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন; সীরাতে মুস্তফা, ৫৫০ সুন্নাত ও আদব, জান্নাতী যেওর, আদাবে দ্বীন এবং ইসলামী জিন্দেগী ইত্যাদি কিতাবের অধ্যয়ন করানো।

মায়েরা নিজেরাও এই কিতাবগুলো অধ্যযন করুন এবং ঘরে অধ্যয়নের পরিবেশ তৈরী করুন। মেয়েরা যখন তাদের মায়েদের দ্বীনি কিতাব পড়তে দেখবে তখন তাদের মনেও কিতাবের প্রতি বন্ধুত্ব এবং ইলমে দ্বীনের ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

একইভাবে মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত সংশোধনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ, বিশেষভাবে "মাদানী মুযাকারা" এর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দ্বীনি, চারিত্রিক, সামাজিক এবং প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ অত্যন্ত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়, যা থেকে ছোট-বড় উভয়ই সুন্নাত, জীবনের আদব এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশনা পায়। যদি পরিবারের সকলে মিলে মাদানী মুযাকারা দেখেন এবং এরপর তাতে বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মাঝে আলোচনা করেন, তবে এটি শিশুদের মনমানসিকতা গড়ার একটি সর্বোত্তম ও প্রভাবশালী মাধ্যম হতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলো মেয়েদের দ্বীনি প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং মা-বাবার উচিত যে, ঘরে অহেতুক এবং অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের পরিবর্তে এমন প্রোগ্রাম দেখার অভ্যাস

করা, যা থেকে দ্বীনি তথ্য, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং সুন্নাতের ভালবাসা অর্জিত হয়।

মেয়েদের অন্তরে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য তাদের সীরাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘটনাবলী শোনান, দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস করান, নাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শোনা ও পড়ার উৎসাহ দিন এবং এটি বুঝান যে, সুন্নাতের উপর আমল করা মূলত রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার আমলী বহিঃপ্রকাশ। যে যত বেশি সুন্নাতের উপর আমল করবে সে তত বেশি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী হতে পারবে।

একইভাবে ঘরে সুন্নাতের আমলী পরিবেশ তৈরি করুন। যেমন; ঘরে আসা-যাওয়ার সময় সালাম, সুন্নাত দোয়াগুলো পড়া, নামাযের গুরুত্ব, পর্দায় থাকার উৎসাহ, সাদাসিধে জীবনযাপন গ্রহণ করা, বড়দের সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ের নিয়মানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা এবং আমানতদারীর মতো গুণগুলোকে প্রাত্যহিক জীবনের অংশ বানান। এভাবে সুন্নাতসমূহ শুধু কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আমলী জীবনেও দেখা যাবে।

মনে রাখবেন! মেয়েদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ এই নয় যে, তাদের শুধু দুনিয়ায় সফল করে দিবো, বরং আসল সফলতা হলো তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, কুরআনে করীম এবং সুন্নাতে নববী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া। যদি মেয়ে সুন্নাতকে ভালবাসা পোষণকারীনি, সুন্নাত শিক্ষা অর্জনকারীনি এবং সুন্নাতের উপর আমলকারীনী হয়ে যায় তবে সে নিজের জন্য, নিজের মা-বাবার জন্য এবং পুরো উম্মতের জন্য কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যম হতে পারে।

সুতরাং মায়েদের উচিত তারা নিজেদের মেয়েদের সুন্নাতের শিক্ষা দিবেন, সুন্নাতের উপর আমলের উৎসাহ দিবেন, সুন্নাতের মহত্ব তাদের অন্তরে বসিয়ে দিবেন, দ্বীনি অধ্যয়নের অভ্যাস তৈরি করবেন, মাদানী চ্যানেল এবং মাদানী মুযাকারা দেখার উৎসাহ দিবেন, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাবসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করবেন এবং তাদের এমন দ্বীনি পরিবেশে গড়ে তুলবেন যেখানে সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা এবং তার উপর আমল জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। এই প্রশিক্ষণই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সফলতার জামানত।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মা-বাবার নামে

শিশুদের অল্পেতুষ্টতা শেখান

মাওলানা হাফেয হাফীযুর রহমান আত্তারী মাদানী

অল্পেতুষ্টি একটি অত্যন্ত উচ্চমানের এবং চমৎকার গুণ, যা মানুষের জীবনকে প্রশান্তি ও সুখে ভরিয়ে দেয়। এটি মূলত আল্লাহ পাকের দানকৃত নেয়ামতের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নাম। বর্তমান যুগে যেখানে চারদিকে লালসা এবং অধিক সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে, সেখানে অল্পেতুষ্টতার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্পেতুষ্টতা মানুষকে হিংসা, লোভ এবং অস্থিরতা থেকে বাঁচায় এবং তাকে একটি তৃপ্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে।

এই কারণেই ইসলামে অল্পেতুষ্টতাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে সফল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নিচে দেওয়া পয়েন্টগুলোর উপর আমল করে মা-বাবা তাদের সন্তানদের মধ্যে অল্পেতুষ্টতার প্রেরণা বা উদ্দীপনা তৈরি করতে পারেন।

অল্পেতুষ্টতা কী?

বান্দার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে এবং সে সম্পদ পছন্দও করে, কিন্তু সে এর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায় না। যদি সম্পদ সহজে এবং জায়িয উপায়ে অর্জিত হয় তবে খুশি মনে গ্রহণ করে; কিন্তু যদি এর জন্য অত্যধিক পরিশ্রম বা দৌড়ঝাঁপ করতে হয় যার ফলে আখিরাতের ক্ষতি হয় বা ইবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে তা ছেড়ে দেয়; এটাই অল্পেতুষ্টতা। (দেখুন: ইহইয়াউল উলূম, ৪/৫৬৩)

মা-বাবাকে এটি স্মরণে রাখতে হবে যে, শিশুদের অল্পেতুষ্টতা শেখানো শুধু একটি নসিহত নয় বরং তাদের পুরো জীবনের ভিত্তি। যদি শৈশবেই অন্তরে 'অল্পে সন্তুষ্ট থাকার' অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, তবে এই শিশুরাই বড় হয়ে তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ এবং সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে।

অল্পেতুষ্টতা শেখানোর পদ্ধতিসমূহ

(১) অল্পেতুষ্টতার ফযিলত বর্ণনা করুন: মা-বাবাকে উচিত শিশুদের অল্পেতুষ্টতার গুরুত্ব ও ফযীলত জানানো। শিশুদের বলুন যে, ইসলাম আমাদের অল্পেতুষ্টতার শিক্ষা দেয়। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই বান্দা সফল হয়ে গেল, যে মুসলমান হলো এবং যাকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক দেওয়া হলো আর আল্লাহ পাক তাকে যা দিয়েছেন তার উপর তাকে অল্পেতুষ্টতা নসীব করেছেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪০৬, হাদীস: ২৪২৬)

একইভাবে একটি হাদীসে পাকে অল্পেতুষ্টতার গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলে ইরশাদ করেন: অল্পেতুষ্টতা কখনো শেষ না হওয়া একটি ভাণ্ডার।

(আয যুহদুল কবীর লিল বায়হাকী, পৃষ্ঠা: ৮৮, হাদীস: ১০৪)

অল্পেতুষ্টতার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের কাছে দোয়ায় অল্পেতুষ্টতার প্রার্থনা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَىَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা রিযিক দিয়েছ তার উপর আমাকে অল্পেতুষ্টতা নসীব করো এবং তাতে আমার জন্য বরকত দান করো, আর আমার সেই সমস্ত জিনিস যা আমার চোখের আড়ালে রয়েছে সেগুলোর কল্যাণের সাথে হিফাযত করো।

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ২/১৮৯, হাদীস: ১৯২১)

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتاً অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বংশধরদের শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক দান করো।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪০৬, হাদীস: ২৪২৭)

(২) আমলী নমুনা হোন: শিশুরা তাদের মা-বাবার অভ্যাস, চাল-চলন এবং জীবনযাপন থেকে শেখে। যদি মা-বাবা নিজেরা অল্পেতুষ্টতা পছন্দকারী হন, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে না ছোটেন এবং সাদাসিধে জীবন যাপন করেন, তবে শিশুরাও সেই পথে চলবে।

(৩) কৃতজ্ঞতার অভ্যাস গড়ে তুলুন: শিশুদের প্রাত্যহিক ছোট-বড় নেয়ামতের উপরও "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলা শেখান। খাবার, বাসস্থান, শিক্ষা এমনকি সামান্য কোনো জিনিস পাওয়ার ক্ষেত্রেও কৃতজ্ঞতা আদায় করার প্রশিক্ষণ দিন।

(৪) ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা শেখান: প্রতিটি ইচ্ছাকে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সাথে সাথে পূরণ করবেন না। শিশুরা যখন কোনো জিনিসের জন্য জেদ ধরে, তখন তাদের বোঝান যে, প্রতিটি জিনিস সাথে সাথে অর্জন করা জরুরি নয়। কিছু জিনিস সময় বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

(৫) বুযুর্গদের সাদাসিধে জীবনের কাহিনী শোনান: কিচ্ছা, কাহিনী বা সাদামাটা জীবন অতিবাহিতকারী মহান ব্যক্তিদের উদাহরণ দিন এবং কাহিনী শোনান।

(৬) অন্যদের অবস্থা দেখান: গরিব ও অভাবী মানুষের অবস্থা সম্পর্কে শিশুদের অবগত করুন, যাতে তারা নিজেদের নেয়ামতগুলোর কদর করে এবং অন্তরে অল্পেতুষ্টতা সৃষ্টি হয়।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh